ওয়াহিদুল ইসলাম বিদ্যুত

উইন্ডোজ ৯৭

আপনি ১৯৯৭ সালে বসেও কি উইন্ডোজ ৯৫ ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকবেন? নিশ্চয়ই জবাব দেবেন— না। তাহলে? আপনার আর আমার তথা আমাদের সবার কথা ভেবেই আসছে উইন্ডোজ এর নতুন সংস্করণ উইন্ডোজ ৯৭। উইন্ডোজ ৯৫ আবির্ভাবের এক বছরের মধ্যে এর প্রত্যেকটা অংশকে সামান্য মাত্রায় হলেও উন্নতি করা হয়েছে। আজ যদি একটা নতুন পিসি কেনেন তবে এর হার্ড ড্রাইভে প্রিলোডেড উইন্ডোজ ৯৫-এর ফাইল সিস্টেম, পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারনেট সার্ভিসেস, মাল্টিমিডিয়া ড্রাইভারস-এ গত বছরের উইন্ডোজ মডেলের চেয়ে বহুলাংশে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। বিল গেটস-এর মাইক্রোসফট কোম্পানি ১৯৯৭ সালের প্রথমদিকেই উইন্ডোজের সর্বশেষ নতুন উন্নত ভার্শন উইন্ডোজ ৯৭ কে বাজারে ছাড়ছে। বিশ্বের সব জায়গায় সাড়া পড়ে গেছে এই অপারেটিং সিস্টেমটি নিয়ে- যা আলোড়ন সৃষ্টি করবে বিশ্বের সাড়ে দশ কোটি ডস এবং উইন্ডোজভিত্তিক পিসি ব্যবহারকারীর মাঝে। সবার মাঝে তাই একটাই ভাবনা— উইন্ডোজ ৯৫-এর চেয়ে নতুন কি কি যোগ করা হয়েছে উইন্ডোজ ৯৭-এ?

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের অগ্রযাত্রা :

প্রথম অবস্থায় অপারেটিং সিস্টেম বলতেই বোঝা হতো ডস-কে। পরবর্তীতে মাইক্রোসফট কোম্পানি উইন্ডোজ নামের নতুন অপারেটিং সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটায়। ১৯৮৫ সালের প্রথম অবস্থায় ১.০ ভার্শন চালু হয়— যদিও তা চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়নি তবুও ব্যবহারবিধি ছিল সহজ সরল এবং গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ছিল মোটামুটি ধাঁচের। পরবর্তীতে উইন্ডোজ ১.০-কে আরো উন্নত করা হয় এবং নতুন কিছু ফীচার যোগ করে আনা হয় পরবর্তী ভার্শন। ১৯৮৭ সালে রিলিজ হয় নতুন ভার্শন উইন্ডোজ ২.০, কিন্তু এবারও তেমন আকর্ষণীয় কোন গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দিতে সক্ষম হয়নি। উইন্ডোজ ২.০ খুব ছোট হলেও এটি ডস থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল। মাইক্রোসফট এরপর এক্সটেন্ডেট মেমরির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করলো উইন্ডোজ-এর নতুন ভার্শন। ৮০২৮৬ ব্যবহারকারীদের জন্য এ ভার্শন তৈরি করা হলো যার নামকরণ করা হলো উইন্ডোজ/২৮৬। এ ভার্শন ব্যবহার অনেক সহজ হলেও এটা মাল্টিটাস্কিং ছিল না। ১৯৮৮ সালের গোড়ার দিকে নতুন একটা ভার্শন উপস্থাপন করে মাইক্রোসফট— উইন্ডোজ/৩৮৬। সত্যিকার অর্থে এটিই ছিল মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম। ১৯৯০ সালের ২২শে মে মাইক্রোসফট সূচনা করে উইন্ডোজ ৩.০ এর। শুধু মাল্টিটাস্কিং-ই নয়, গ্রহণযোগ্য চমৎকার একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দিতে সক্ষম হলো এটি। কিন্তু মাইক্রোসফট একে যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে তৈরি করতে পারেনি তখনও। একটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল এর যা আনকভারেবল এপ্লিকেশন এরার (UAE) নামে পরিচিত ছিল। এই ত্রুটি দূর করার জন্য এবং অপারেটিং সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো নতুন ভার্শনের। মেমরি মডেলের উপর এবং এরার দূর করে আরো আধুনিক করে তৈরি হলো উইন্ডোজ ৩.১। পরবর্তীতে আসে উইন্ডোজ এনটি- যা নেটওয়ার্কে ও ক্লায়েন্ট সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ এনটি চালানোর জন্য কমপক্ষে ৮ মেগাবাইট র‍্যাম এবং দ্রুত গতির একটি প্রসেসরের প্রয়োজন হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অসাধারণ। ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বছর তিনেক পর এলো উইন্ডোজ ৯৫। এই ভার্শনটি ডস-এর উপর নির্ভর করে চলে না এবং উইন্ডোজের সমস্ত ডাইনামিক লিংক লাইব্রেরী (DLL) এবং অন্যান্য সমস্ত ফাইল প্রোটেক্টেড মোডে চলে। উইন্ডোজ ৯৫ শুধু ভাল এবং দ্রুত কাজ করার ক্ষমতাই রাখে না বরং এর সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন ইন্টারফেস যা ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত সহজ। উইন্ডোজ ৯৫ হচ্ছে একটি প্লাগ এন্ড প্লে এবং ৩২ বিটের অপারেটিং সিস্টেম। যার সবচেয়ে বড় সুবিধাগুলোর একটি হচ্ছে ইন্টারনেটের ভূবনে পদাচারণার জন্যে "মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক"। একজন ব্যবহারকারী এম.এস.এন. (MSN) আইকনে ক্লিক করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারেন। এবার তেমনি নতুন রূপ ও নতুন আঙ্গিকে আরো আধুনিক হয়ে ব্যবহারকারীদের সকল চাহিদা মেটানোর জন্য আসছে উইন্ডোজ ৯৭।

একনজরে উইন্ডোজ ৯৭ এর কিছু বাড়তি ফীচার :

উইন্ডোজ ৯৭ অন্যান্য সব ভার্শন থেকে সব দিক থেকেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। এর মেমরি মডেল অন্যান্য ভার্শন থেকে ভিন্ন। উইন্ডোজ ৯৭-এর গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অনেকটা উইন্ডোজ ৯৫-এর মত মনে হলেও বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এটির সামগ্রিক বিষয় বৈচিত্র্যে ও কর্মদক্ষতায়। আগেই বলেছি উইন্ডোজ ৯৭ একটি পূর্ণাঙ্গ প্লাগ এন্ড প্লে অপারেটিং সিস্টেম যা ৩২ বিটের পেন্টিয়ামের দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। নিত্য ব্যবহার্য্য ইন্টারনেট জগতে স্বাচ্ছন্দে প্রবেশ করার জন্য মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক-এর উন্নত ভার্শন ছাড়াও রয়েছে উইন্ডোজ এনটিসহ আরো সফটওয়্যার যা যোগাযোগের জগতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উইন্ডোজ ৯৫ প্লাগ এন্ড প্লে হলেও এক্ষেত্রে এটি সাবলীল ছিল না, কিন্তু উইন্ডোজ ৯৭ ভার্শনে অটোডিটেক্ট নামের অপশন সাউন্ড কার্ড, সিডি-রম ড্রাইভার, ফ্যাক্স মডেম, টিভি কার্ড ইত্যাদি চিনে নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগার করতে পারবে। উইন্ডোজ ৯৭-এর সাথে বিল্ট-ইন যে নেটওয়ার্ক সফটওয়্যার পাবেন তার সাহায্য আপনার ওয়ার্কগ্রুপের সমস্ত মেশিনে মাউস দিয়ে গ্রাফিক্যাল পদ্ধতিতে ব্রাউজ মোডে ইচ্ছামত একাধিক নেটওয়ার্ক সার্ভারের সাথে যুক্ত হতে পারা যাবে। এছাড়াও সিরিয়াল বা প্যারালাল ক্যাবলের সাহায্যে দুটি কমপিউটারের সাথে হুক আপ করে যে কোন নেটওয়ার্ক রিসোর্স সহজে ব্যবহার করা যাবে। হেল্প মেনুতে নতুন কিছু ডেমো সংযোগ হচ্ছে যাতে একজন ব্যবহারকারীর জন্য অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া টপিক ছাড়াও কোন নির্দিষ্ট উপাদান ও প্রবাদ সম্পর্কে জানা যাবে।

মাইক্রোসফট কোম্পানি প্রতিটি বিট পরীক্ষা করে নতুন ভার্শনটি বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে। এতে অনেক কিছু নতুন সংযোগ করা হয়েছে এবং আপগ্রেড করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। নতুনভাবে আই.এস.ডি.এন. ফর মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যুক্ত হয়েছে, তাছাড়া KERNEL32, KERNEL TOY-এর মডেলকেও আপডেট করা হয়েছে। নতুন বা আপগ্রেড ভার্শনে যা পাচ্ছেন তা হচ্ছে- হাইপার টারমিনাল, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, কুইক ভিও-প্লাস, এক্সচেঞ্জ, ইমেজিং ফর উইন্ডোজ, নরটন নেভিগেটর ফাইল ম্যানেজার, ব্যাক আপ আপডেট, মাইক্রোসফট ফ্যাক্স, ওয়ার্ড প্যাড, পেইন্ট, ইমপ্রুভড মাল্টিটাস্কিং ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার :

উইন্ডোজ ৯৭-এর সাথে আপনি পাচ্ছেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এর নতুন এবং শক্তিশালী ভার্শন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৪.০। এক্সপ্লোরার ৪.০-এ যোগ হয়েছে ফাইল ম্যানেজার ফীচার। একই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি এখন লোকাল পিসিটির হার্ড-ড্রাইভে কি কি ফাইল রয়েছে (অবশ্যই সেগুলোর সাথে রিলেটেড তথ্যসহ) তা যেমন দেখতে পাবেন, তেমনি পারবেন ঝট করে ওয়েব ব্রাউজিং মোডে।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এর প্রি বিটা ভার্শন পরখ করে জানা গেছে চমকপ্রদ কিছু তথ্য। যেমন একটি ফাইল গ্রুপকে যখন কপি করবেন আপনি, প্রোগ্রেস

চিত্র : ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার

ইন্ডিকেটর পুরো সময়টা ধরে কপি অপারেশনের স্ট্যাটাস দেখাবে আপনাকে। ভিউ মেনুতে যোগ হয়েছে নতুন কিছু অপশন। ফাইন্ড মেনুতেও পাবেন আরো নতুন কিছু শক্তিশালী হাতিয়ার। ফাইল ক্রিয়েশন ও অ্যাক্সেসের তারিখ অনুসারে খোঁজার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

প্রথম দিকে এর কোড নেম ছিল ন্যাশভিল। সবাই ভেবেছিল ন্যাশভিল হবে উইন্ডোজ ৯৬। কিন্তু ইন্টারনেটের মহা বিস্তৃতি মাইক্রোসফটকে বাধ্য করে ন্যাশভিল প্রজেক্টকে পুরোপুরি অপারেটিং সিস্টেম রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে প্রোগ্রামটা, উইন্ডোজ ৯৫ আর এনটির আপগ্রেড হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে জায়গায় জায়গায়।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৪.০-এর অ্যাকটিভ ডেস্কটপ অপশনটিকে চালু করলে গোটা ডেস্কটপটা HTML পেজের মতো দেখা যাবে। একটিভ ডেস্কটপ নামের এ ডেস্কটপ রিজিয়নের তিনটি অংশ

রয়েছে। সাধারণ ডেস্কটপ অংশে পরিচিত My Computer, Recycle Bin কিংবা ব্যবহারকারীদের তৈরি করা ফোল্ডারের জন্যে রয়েছে হাইপার লিংক। স্ক্রীণের উপরের অংশ জুড়ে আছে টিকার কন্ট্রোল- যাতে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠবে (অবশ্যই অন-লাইনে থাকলে) নিউজ ফীড, খেলার খবর- অথবা অন্য কোন তথ্য। তারপর রয়েছে নিউজপেন। টিভি স্ক্রীণের মাপের অনুপাতের এ জায়গাটি কিছুক্ষণ পর পর ডেস্কটপে ডেলিভারী হবে ডাটা, পরে অফ-লাইনে ব্রাউজ করে দেখার জন্যে সেগুলোকে সেভ করে রাখবে সিস্টেম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে। এতে আরো রয়েছে ওয়েবভিত্তি ফীচার। প্রত্যেকটা ড্রাইভ আর ডিরেক্টরির জন্যে ওয়েভ স্টাইলের ভিউ পাবেন এতে। ওয়েব ভিউ বাটনে ক্লিক করুন- লার্জ আইকন হতে ডিটেইলড ভিউ মোডে চলে আসবেন আপনি। নতুন আরেকটা উইন্ডো চলে আসবে যাতে রয়েছে তিনটি ফ্রেম। উপরের ফ্রেমটিতে দেখতে পাবেন- যে ড্রাইভ বা ফোল্ডার এক্সপ্লোর করেছেন তার নাম। বাঁ দিকের ফ্রেমের ভেতর থাকবে বিভিন্ন আইকন। ডান দিকের ফ্রেমের ভেতর থাকবে হাইপার টেক্সট আর গ্রাফিক্স যাতে থাকবে আরও লিংক বা প্রয়োজনীয় বাটন।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৩.০ ব্যবহারকারী, এর ওয়েব ব্রাউজিং ফ্যাসিলিটির সাথে সুপরিচিত। ব্রাউজিং এ আরো নতুন মাত্রা যোগ করেছে উইন্ডোজ ৯৭-এর এক্সপ্লোরার ৪.০। ফেভারিট ফোল্ডারে থাকবে আপনার পছন্দের ওয়েব সাইটগুলোর ঠিকানা। ওয়েব চেক ফ্যাসিলিটি থাকছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এ। কোন একটা পছন্দের ওয়েব সাইট ঘুরে আসার পর যদি সেখানে কোন পরিবর্তন আনা হয়- তাহলে পরের বার ফেভারিট ফোল্ডার খুলে দেখতে পাবেন ঐ ওয়েব সাইটের ঠিকানার পাশে লাল দাগ দেয়া।

হাইপার টারমিনাল ঃ উইন্ডোজ ৯৫-এর হাইপারটারমিনালের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী- এতে থাকছে অটো-রিডায়াল, Z-modem ক্র্যাশ রিকভারি আর TCP/IP, টেলনেট সেশনের জন্যে সাপোর্ট। ফ্রী পাবেন এই আপগ্রেডটুকু। ইন্টারনেট থেকে যোগাড় করতে চাইলে ওয়েব অ্যাড্রেস হচ্ছে ঃ

http://www.hilgraeve.com/htpe.html

নতুন এক্সচেঞ্জ ঃ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের বাগ ফ্রী এক্সচেঞ্জ ইনবক্স। এটিও ফ্রী। এটি দিয়ে ই-মেইল ও ফ্যাক্স পাঠানো যাবে এবং ডাটাও শেয়ার করতে পারবেন অনায়াসে। ইন্টারনেট থেকে সরাসরি যোগাড় করতে পারেন। ওয়েব-অ্যাড্রেস হচ্ছে—

http://www.microsoft.com/windows/software/exupd.htm

ইমেজিং ফর উইন্ডোজ ঃ ওয়াং ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়েছে এটা। স্ক্যান করা ইমেজ, ইনকামিং ফ্যাক্সকে ম্যানিপুলেট করা ছাড়াও এতে আছে উন্নতর নেভিগেশন, প্যানিং, স্ক্রলিং ও অ্যানোটেশনের সুবিধে। এটাও ফ্রী। পাবেন-

http://www.wang.com/sbu/image95.htm

নরটন নেভিগেটর ফাইল ম্যানেজার ঃ লম্বা ফাইল নেমের সুবিধে। চিপ সাপোর্ট, ফাইল কম্প্যারিজন, ফোল্ডার সিনক্রোনাইজেশন ছাড়াও এফটিপি সাইটগুলো থেকে ড্রাগ এন্ড ড্রপের সুযোগ দিচ্ছে সিম্যানটেকের এই সফটওয়্যার।

ইনফ্রারেড ড্রাইভার ঃ লেটেস্ট মডেলের নোটবুকগুলোর জন্য প্রযোজ্য। এই ড্রাইভার ফাইলগুলো ল্যাপটপের ইনফ্রারেড পোর্ট আর এক্সটারনাল নেটওয়ার্ক বা প্রিন্টারের মাঝে ওয়্যারলেস সুবিধে দিচ্ছে- যদিও ডাটা স্পীড মাত্র ১১৫ কেবিপিএস।

উইন্ডোজ ৯৫ সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ উইন্ডোজ ৯৫ রিসোর্স কিটের সম্পূরক হিসেবে আসছে সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। হেল্প ফাইল ফরম্যাটে প্রায় একশরও বেশি নলেজ বেস আর্টিকেল থাকছে এতে। যার মধ্যে রয়েছে নেটওয়্যার ও সেটআপ ইস্যু।

ব্যবহারকারী ঃ কি আশা করছেন উইন্ডোজের কাছ থেকে—

আপনি যদি একজন সাধারণ ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন তবে জেনে খুশী হবেন যে, উইন্ডোজের আগামী সংস্করণ আপনার জন্যেই। হোমইউজার, হবিইষ্ট, ছোটখাটো খুচরা ব্যবসায়ী যারা বাসা থেকেই কাজ চালান এদেরকেই টার্গেট করেছে মাইক্রোসফট, কাজেই সুযোগ সুবিধাও থাকছে তেমনি। এবারেও নুন্যতম কনফিগারেশন হবে আট মেগা র‍্যামের ৬৬ মেগাহার্জের ৪৮৬। তবে সবচেয়ে সাজ্জাব্য কনফিগারেশন হবে ১৬ মেগা র‍্যাম আর ৯০ মেগাহার্জের পেন্টিয়াম।

ব্যবহারকারীরা যেমনটি আশা করেন উইন্ডোজের কাছ থেকে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো এখানে—

১. **একে হতে হবে ক্র্যাশ প্রুফ ঃ** আগেরগুলোর চেয়ে দেখতে সুন্দর হলেও উইন্ডোজ ৯৫-এ জেনারেল প্রটেকশন ফল্ট, সিস্টেম লক আপ— সোজা কথায় হ্যাং হয়ে যাওয়া একেবারে বাদ পড়েনি। অবশ্যই এ অবস্থার উন্নতি দরকার।
২. **বুট করতে কম সময় দরকার ঃ** পাওয়ার অন করার পর ডেস্কটপ পর্যন্ত আসা অবদি খুব বেশি হলে দশ সেকেন্ড লাগা উচিত। পাঁচ হলে আরো ভালো।
৩. **ফাইল এক্সটেনশন থাকবে না ঃ** তিন অক্ষরের ফাইল এক্সটেনশন থাকা উচিত নয়। ফাইল সম্বন্ধে তথ্য থাকতে হবে ফাইলের নামের ভেতরই।
৪. **অবাঞ্ছিত কোন এপ্লিকেশন আর নয় ঃ** প্রোগ্রাম ইন্সটল করতে গেলে উইন্ডোজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায় এর ফাইল। কোন একটা প্রোগ্রাম বা ফোল্ডারকে মুছতে চাইলে পুরোপুরি দূর করতে হবে এর সমস্ত ফাইল তা যেখানেই থাকুক না কেন।
৫. **বিদায় ফ্যাট ঃ** ২ গিগাবাইটের একটা ড্রাইভকে যদি একটা পার্টিশন হিসেবে নেন, শতকরা বিশ ভাগ জায়গা হারাবেন আপনি যার জন্য দায়ী পুরানো ফ্যাট সিস্টেমের শঙ্কর মার্কা ক্লাস্টার অ্যালোকেশন। এতএব, দরকার নতুন এক ফাইল সিস্টেমের। পরবর্তী উইন্ডোজ কি তা দিতে পারবে?

চিত্র ঃ হাইপার টারমিনাল

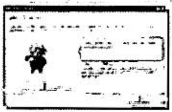

অফিস ৯৭

অফিস ৯৭ আউটলুক সুপার পিআইএম ফিচারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হতে পারে। ফলে ক্রস এপ্লিকেশন এনভায়রনমেন্টে কাজ করা অনেক সহজ হবে।

- 'কমান্ড বার' টুলের সাহায্যে বিভিন্ন মেনু এবং টুলস আইকনকে মিক্স করা যায়।
- আপনার অফিসিয়াল কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করবার জন্য রয়েছে 'অফিস এসিস্ট্যান্ট' টুল।
- নানা এপ্লিকেশন তৈরির জন্য রয়েছে 'ভিসুয়াল বেসিক সাপোর্ট' টুল।

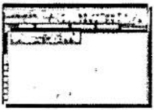

ওয়ার্ড ৯৭

অনেকগুলো ইন্টারফেস রিফেইনমেন্টস ওয়ার্ডের প্রয়োগ পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। এদের মধ্যে অন্যতম হল 'ওয়েব পেজ উইজার্ড'।

- এতে রয়েছে 'ইমপ্রুভড অটোটেক্সট' এবং নতুন অটো সামারাইজ টুল।
- সাধারণ ব্যবহারকারীরা পাবেন সহজ একটি টেবিল ড্রইং টুল।
- 'অন-দি-ফ্লাই টুল' স্পেল চেকিং-এর সুবিধা রয়েছে।

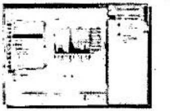

এক্সেল ৯৭

এতে রয়েছে নতুন ইন্টারনেট পাবলিশিং এবং ওয়ার্কশিট শেয়ারিং ফীচার।

- ভিজিউয়াল প্রিন্টিং এক্সেলের একটি অন্যতম টুল।
- ফর্মুলা অটো কারেক্ট ফীচার ১৫টি ভুল শুধরে দেবে।
- এইচটি এমএল টুলটি যে কোন চার্টকে GIF ফরম্যাটে কনভার্ট করে।

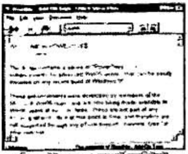

চিত্র ঃ উইন্ডোজ ৯৫ সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

ইন্টারনেটে ফ্রী পেতে চান ? অ্যাড্রেস হচ্ছে–
http://www.microsoft.com/windows/support/assist.htm.

কুইক ভিউ প্লাস ঃ উইন্ডোজ ৩.১ ও ৯৫ এর কুইক ভিউ ইউটিলিটির উন্নতর সংস্করণ। রাইট মাউস বাটনে একটি ক্লিকে দুশস্তরও বেশি ফরম্যাটের ফাইল ভিউ করতে পারবেন আপনি। ভিউয়ার উইন্ডোজ থেকে ইনফরমেশন সরাসরি ক্লিপ বোর্ডে কপি করা যাবে।

ওয়ার্ড প্যাড ঃ উইন্ডোজ এবার নতুন ভাবে একটি টেক্সট এডিটর নিয়ে আসছে। যা দ্বারা আপনি অনায়াসে নতুন ডকুমেন্ট তৈরি ও এডিট করতে পারবেন। এই ওয়ার্ড প্যাড-এর একটি টুলবার থাকবে যা দিয়ে প্রায় সকল কাজ করতে পারবেন খুব সহজেই।

পেইন্ট ঃ উইন্ডোজ ৩.১-এ যে পেইন্টব্রাশ ব্যবহার করেছেন তারই নতুন সংযোগ নিয়ে আসছে পেইন্ট। উইন্ডোজ ৯৭-এর এই পেইন্টে ছবি তৈরি ও ঠিক করা থেকে শুরু করে সবই পাচ্ছেন। তার সাথে পাচ্ছেন একটি গতিশীল টুলবার এবং কালার বক্স।

ইমপ্রুভড মাল্টিটাস্কিং ঃ উন্নত মাল্টিটাস্কিং-এর নতুন ভার্শনে এবার পাচ্ছেন মাল্টিটাস্কিং-এর অনেক সুবিধা। নিরবে এবং দ্রুত আপনি অনেকগুলো প্রোগ্রামে এক সাথে কাজ করতে পারবেন।

মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক ঃ উইন্ডোজ ৯৭-এ পাচ্ছেন মাইক্রোসফট নেটওয়ার্কের আপগ্রেড। এটি উইন্ডোজ ৯৫-এর মত ৯৭-এ ও বিল্ট-ইন। উইন্ডোজ ৯৭-এর নেটওয়ার্ক সেটিং খুবই সহজ হবে। যদি আপনার একটি মডেম থাকে তাহলে আপনি উইন্ডোজ ৯৭-এ বসে অতি সহজেই ডায়ালিং-আপ-নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে অন্য একটি কমপিউটারে বা সার্ভারের সাথে যুক্ত হতে পারেন। ডাটা-শেয়ার, ডায়ালিং-আপ-নেটওয়ার্ক এবং সেটআপের সুবিধা পাচ্ছেন এই ইমপ্রুভড নেটওয়ার্কে।

তাছাড়া পূর্বের সব ফীচারগুলোও পাচ্ছেন। যেমন ঃ ফোন ডায়ালার, ফাইল ট্রান্সফার, সিডি প্লেয়ার, ভলিউম কন্ট্রোল, এমএসডস প্রোম্প্ট, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টার, স্ক্যান ডিস্ক, ড্রাইভার স্পেস, নেটওয়ার্কিং ব্রাউজিং, রিমোট নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিসট্রেশন ইত্যাদি।

অফিস ৯৭

উইন্ডোজ ৯৭-এর সাথে তাল মিলিয়ে আসছে অফিস ৯৭। অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এই অফিস ৯৭-এ। বলা যায় টপ-টু-বটম নতুন করে সাজানো হয়েছে অফিস ৯৭কে। অফিস ৯৭-এর সাথে ইন্টারনেটের কিছু ফিচার যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হয়েছে ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট-এ। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৩.০ ও অফিস ৯৭-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

অফিস ৯৭ এ নতুন আউটটুল সুপার পি.আই.এম, এবং সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করে ডাটা আদান-প্রদান করা সম্ভব খুব সহজেই। নতুন এই ভার্শন অফিস ৯৭-এর স্ট্যান্ডার্ড এডিশনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৯৯ ডলার এবং প্রফেশনাল এডিশন–

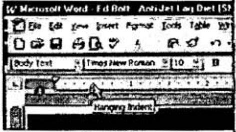

চিত্র ঃ ওয়ার্ড ৯৭

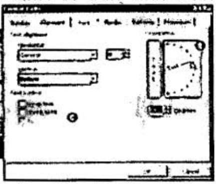

যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেস ৯৭ এবং বুকসেল বেসিক-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৯৯ ডলার।

ওয়ার্ড ৯৭

অনেক অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে এই ওয়ার্ড ৯৭ এ। এ ভার্শনে কাজ করা অত্যন্ত সহজ ও নিখুঁত হবে। অটোটেক্সকে আরো উন্নত করা হয়েছে। টেবিল তৈরি করার জন্য অত্যন্ত সহজ ড্রইংটুল দেয়া হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে On-the-fly Spell Checking অর্থাৎ কাজ করার সময় কোন ধরনের বানান বা গ্রামাটিক্যাল ভুল হলে তা তৎক্ষণাৎ ঠিক করতে পারবে।

এক্সেল ৯৭

এক্সেল ৯৭-এ নতুন অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে মজার হচ্ছে ভিজুয়্যাল প্রিন্টিং এবং ফর্মুলা অটো কারেক্ট অর্থাৎ ফর্মুলা ভুল হলে তা নিজে নিজে ঠিক করে নিতে পারবে। তাছাড়াও HTML অপশনেও ফাইল সেভ করা যাবে এবং প্রয়োজনে তাকে GIF-এ কনভার্ট করা যাবে। উল্লেখ্য, এক্সেল- এর নতুন ভার্শনের ইন্টারফেস অনেক উন্নত ও প্রশংসাযোগ্য।

উপসংহার

সফটওয়্যার প্রযুক্তির ধারাবাহিকতায় মাইক্রোসফটের চমক বরাবরই অনন্য। উইন্ডোজ ৯৫-এর ব্যাপক কার্যকারিতা ও সাফল্যে ব্যবহারকারীরা বিমুগ্ধ। এবার আসছে উইন্ডোজ ৯৭। নিসন্দেহে আরো নতুন ফীচার, বিস্ময় আর উপযোগিতা নিয়ে। উইন্ডোজ ৯৭-এর অনেকগুলো ফীচার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে আসেনি এখনো। মাইক্রোসফট কোম্পানি আদৌ প্রকাশ করেনি যে, তারা কবে নাগাদ উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে ছাড়বে। আমরা আশা করছি ১৯৯৭ সালের শুরুতেই অনেক প্রতীক্ষিত উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে আসবে এবং ব্যবহারকারীরা এর সুফল পাবে। ●

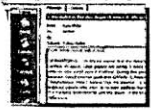

আউটলুক ৯৭

মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ ইনবক্স এবং শিডিউল+ এর জন্য একটি অল-ইন-ওয়ান রিপ্লেসমেন্ট ই-মেইল, শিডিউলিং এবং কনট্যাক্ট নিয়ে কাজ করে।

- কমন এড্রেস বুকটি ওয়ার্ড-এ কাজ করে।
- ড্রাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টিগ্রেশন অন্যান্য অফিস এপ্লিকেশনের সাথে কাজ করে।
- ইউজার ইন্টারফেস টুল হিসেবে রয়েছে স্লিক ফ্রেম স্টাইল।

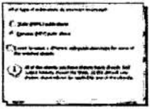

অন্যান্য এপ্লিকেশন

লেসার অফিস এপ্লিকেশন এইচটিএমএল-ভিত্তিক কনটেন্ট তৈরির জন্য সহজ নতুন উইজার্ড পাবে এবং একে একটি ওয়েব সারভার এর সাথে যুক্ত করবে।

- শেয়ার্ড সার্ভার অ্যাপলেট ড্রইং টুলস সমন্বয় করে।
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-এর জন্য রয়েছে ভয়েজ ন্যারেশন টুল।
- হাইপার লিংকড ডাটা টুল এক্সেস এপ্লিকেশনকে সাপোর্ট করে।

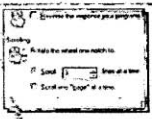

মূল্য / প্যাকেজিং

প্রফেশনাল এডিশনটির সাথে আছে 'এক্সেস' এবং 'বুকশেল্ফ'। কিছু কিছু প্যাকেজে থাকছে হুইল-ইকুইপড ইনটেলি মাউসও রয়েছে।

- স্টান্ডার্ড আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ২৪৯ ডলার।
- ইনটেলি মাউসসহ প্রোফেশনাল আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ৩৭৯ ডলার।
- পাবলিশারসহ স্মল বিজনেস আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ১৯৯ ডলার।

চিত্র : উইন্ডোজ ৯৫ সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

ইন্টারনেটে ফ্রী পেতে চান ? অ্যাড্রেস হচ্ছে–

http://www.microsoft.com/windows/support/assist.htm

কুইক ভিউ প্লাস : উইন্ডোজ ৩.১ ও ৯৫ এর কুইক ভিউ ইউটিলিটির উন্নতর সংস্করণ। রাইট মাউস বাটনে একটি ক্লিকে দুশ'রও বেশি ফরম্যাটের ফাইল ভিউ করতে পারবেন আপনি। ভিউয়ার উইন্ডোজ থেকে ইনফরমেশন সরাসরি ক্লিপ বোর্ডে কপি করা যাবে।

ওয়ার্ড প্যাড : উইন্ডোজ এবার নতুন ভাবে একটি টেক্সট এডিটর নিয়ে আসছে। যা দ্বারা আপনি অনায়াসে নতুন ডকুমেন্ট তৈরি ও এডিট করতে পারবেন। এই ওয়ার্ড প্যাড-এর একটি টুলবার থাকবে যা দিয়ে প্রায় সকল কাজ করতে পারবেন খুব সহজেই।

পেইন্ট : উইন্ডোজ ৩.১-এ যে পেইন্টব্রাশ ব্যবহার করেছেন তারই নতুন সংযোগ নিয়ে আসছে পেইন্ট। উইন্ডোজ ৯৭-এর এই পেইন্টে ছবি তৈরি ও ঠিক করা থেকে শুরু করে সবই পাচ্ছেন। তার সাথে পাচ্ছেন একটি গতিশীল টুলবার এবং কালার বক্স।

ইমপ্রুভড মাল্টিটাস্কিং : উন্নত মাল্টিটাস্কিং-এর নতুন ভার্শনে এবার পাচ্ছেন মাল্টিটাস্কিং-এর অনেক সুবিধা। নিরবে এবং দ্রুত আপনি অনেকগুলো প্রোগ্রামে এক সাথে কাজ করতে পারবেন।

মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক : উইন্ডোজ ৯৭-এ পাবেন মাইক্রোসফট নেটওয়ার্কের আপগ্রেড। এটি উইন্ডোজ ৯৫-এর মত ৯৭-এ ও বিল্ট-ইন। উইন্ডোজ ৯৭-এর নেটওয়ার্ক সেটিং খুবই সহজ হবে। যদি আপনার একটি মডেম থাকে তাহলে আপনি উইন্ডোজ ৯৭-এ বসে অতি সহজেই ডায়ালিং-আপ-নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে অন্য একটি কমপিউটারে বা সার্ভারের সাথে যুক্ত হতে পারেন। ডাটা-শেয়ার, ডায়ালিং-আপ-নেটওয়ার্ক এবং সেটআপের সুবিধা পাচ্ছেন এই ইমপ্রুভড নেটওয়ার্কে।

তাছাড়া পূর্বের সব ফীচারগুলোও পাচ্ছেন। যেমন : ফোন ডায়ালার, ফাইল ট্রান্সফার, সিডি প্লেয়ার, ভলিউম কন্ট্রোল, এমএসডস প্রোম্ট, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টার, স্কান ডিস্ক, ড্রাইভার স্পেস, নেটওয়ার্কিং ব্রাউজিং, রিমোট নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিসট্রেশন ইত্যাদি।

অফিস ৯৭

উইন্ডোজ ৯৭-এর সাথে তাল মিলিয়ে আসছে অফিস ৯৭। অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এই অফিস ৯৭-এ। বলা যায় টপ-টু-বটম নতুন করে সাজানো হয়েছে অফিস ৯৭কে। অফিস ৯৭-এর সাথে ইন্টারনেটের কিছু ফিচার যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হয়েছে ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট-এ। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৩.০ ও অফিস ৯৭-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

অফিস ৯৭ এ নতুন আউটটুল সুপার পি.আই.এম. এবং সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করে ডাটা আদান-প্রদান করা সম্ভব খুব সহজেই। নতুন এই ভার্শন অফিস ৯৭-এর স্ট্যান্ডার্ড এডিশনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৯৯ ডলার এবং প্রফেশনাল এডিশন–

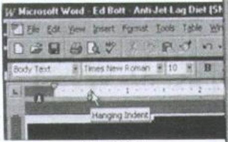

চিত্র : ওয়ার্ড ৯৭

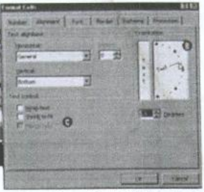

যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে মাইক্রোসফট একসেস ৯৭ এবং বুকসেল বেসিক-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৯৯ ডলার।

ওয়ার্ড ৯৭

অনেক অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে এই ওয়ার্ড ৯৭ এ। এ ভার্শনে কাজ করা অত্যন্ত সহজ ও নিখুঁত হবে। অটোটেক্সকে আরো উন্নত করা হয়েছে। টেবিল তৈরি করার জন্য অত্যন্ত সহজ ড্রইংটুল দেয়া হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে On-the-fly Spell Checking অর্থাৎ কাজ করার সময় কোন ধরনের বানান বা গ্রামাটিক্যাল ভুল হলে তা তৎক্ষণাৎ ঠিক করতে পারবে।

এক্সেল ৯৭

এক্সেল ৯৭-এ নতুন অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে মজার হচ্ছে ভিজুয়্যাল প্রিন্টিং এবং ফর্মুলা অটো কারেক্ট অর্থাৎ ফর্মুলা ভুল হলে তা নিজে নিজে ঠিক করে নিতে পারবে। তাছাড়াও HTML অপশনেও ফাইল সেভ করা যাবে এবং প্রয়োজনে তাকে GIF-এ কনভার্ট করা যাবে। উল্লেখ্য, একসেল- এর নতুন ভার্শনের ইন্টারফেস অনেক উন্নত ও প্রশংসাযোগ্য।

উপসংহার

সফটওয়্যার প্রযুক্তির ধারাবাহিকতায় মাইক্রোসফটের চমক বরাবরই অনন্য। উইন্ডোজ ৯৫-এর ব্যাপক কার্যকারিতা ও সাফল্যে ব্যবহারকারীরা বিমুগ্ধ। এবার আসছে উইন্ডোজ ৯৭। নিসন্দেহে আরো নতুন ফীচার, বিস্ময় আর উপযোগিতা নিয়ে। উইন্ডোজ ৯৭-এর অনেকগুলো ফীচার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে আসেনি এখনো। মাইক্রোসফট কোম্পানি আদৌ প্রকাশ করেনি যে, তারা কবে নাগাদ উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে ছাড়বে। আমরা আশা করছি ১৯৯৭ সালের শুরুতেই অনেক প্রতীক্ষিত উইন্ডোজ ৯৭ বাজারে আসবে এবং ব্যবহারকারীরা এর সুফল পাবে। ◉

আউটলুক ৯৭

মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ ইনবক্স এবং শিডিউল+ এর জন্য একটি অল-ইন-ওয়ান রিপ্লেসমেন্ট ই-মেইল, শিডিউলিং এবং কনটেক্ট নিয়ে কাজ করে।

- কমন এড্রেস বুকটি ওয়ার্ড-এ কাজ করে।
- ড্রাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টিগ্রেশন অন্যান্য অফিস এপ্লিকেশনের সাথে কাজ করে।
- ইউজার ইন্টারফেস টুল হিসেবে রয়েছে স্লিক ফ্রেম স্টাইল।

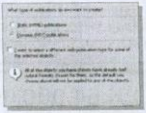

অন্যান্য এপ্লিকেশন

লেসার অফিস এপ্লিকেশন এইচটিএমএল-ভিত্তিক কনটেন্ট তৈরির জন্য সহজ নতুন উইজার্ড পাবে এবং একে একটি ওয়েব সারভার এর সাথে যুক্ত করবে।

- শেয়ার্ড সার্ভার অ্যাপলেট ড্রইং টুলস সমন্বয় করে।
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-এর জন্য রয়েছে ভয়েজ ন্যারেশন টুল।
- হাইপার লিংকড ডাটা টুল এক্সেস এপ্লিকেশনকে সাপোর্ট করে।

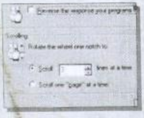

মূল্য / প্যাকেজিং

প্রফেশনাল এডিশনটির সাথে আছে 'এক্সেস' এবং 'বুকশেল্ফ'। কিছু কিছু প্যাকেজ থাছ হুইল-ইকুইপড ইনটেলি মাউসও রয়েছে।

- স্ট্যান্ডার্ড আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ২৪৯ ডলার।
- ইনটেলি মাউসসহ প্রোফেশনাল আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ৩৭৯ ডলার।
- পাবলিশারসহ স্মল বিজনেস আপগ্রেড করতে প্রয়োজন ১৯৯ ডলার।